বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ইইএফ ইউনিট

ইইএফ সার্কুলার নং-৩২ তারিখঃ ১২ /০৮/২০১০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সকল তফসিলী ব্যাংক
ও
সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

একুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশীপ ফান্ড - ইইএফ এর অপারেশনাল কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-এজেন্ট হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এবং ইইএফ এর প্রকল্পের বিষয়ে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিতব্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সুনির্দিষ্টকরণ প্রসঙ্গে ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-এজেন্ট হিসেবে একুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) এর অপারেশনাল কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এতদ্‌বিষয়ে ইইএফ সার্কুলার নং-২৯, তারিখঃ ১৬/০৭/২০০৯ জারী করা হয়েছে ।

উক্ত সার্কুলারে ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ইইএফ এর প্রকল্পসমূহ এবং আইসিবি কর্তৃক মঞ্জুরীতব্য নতুন প্রকল্পের বিষয়ে আইসিবি'র করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । পাশাপাশি মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে । এতদ্ব্যতীত ইইএফ সার্কুলার নং-৬, তারিখঃ ২৪/০৬/২০০২, সার্কুলার নং-৮, তারিখঃ ২২/১২/২০০২, সার্কুলার নং-১৩, তারিখঃ ২৯/০৭/২০০৩, সার্কুলার নং-১৫, তারিখঃ ০৮/০৯/২০০৪, সার্কুলার নং-২৪, তারিখঃ ১৮/০৪/২০০৭, সার্কুলার নং-২৫, তারিখঃ ০৬/১২/২০০৭ এবং সার্কুলার নং-২৮, তারিখঃ ০৪/১২/২০০৮ এর মাধ্যমেও মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।

ইইএফ এর অপারেশনাল কাজ আইসিবি'র নিকট হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে আইসিবি এবং মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিপালনীয় বিষয়াবলীর দ্বৈততা পরিহারকল্পে তাদের স্ব স্ব দায়-দায়িত্ব নিম্নরূপে স্পষ্টীকরণ করা হলো ঃ

১) আইসিবি কর্তৃক সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ঃ

১.১) ইইএফ সার্কুলার নং-২৯, তারিখঃ ১৬/০৭/২০০৯ এর ১১.১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সমমূলধন সহায়তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি)' নামে সমপরিমাণ অংকের শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে । সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি) এর পক্ষে সার্টিফিকেটসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে ।"

চলমান পাতা------২

১১.১১ অনুচ্ছেদের উপরোক্ত অংশটুকু নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো ঃ

"সমমূলধন সহায়তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি)' এর নামে সমপরিমাণ অর্থের শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে । আইসিবি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে আইসিবি'র ইইএফ ডিভিশন শেয়ার সার্টিফিকেটসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে । ইতিপূর্বে ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যেসব প্রকল্পে মঞ্জুরী ও সমমূলধন সহায়তা দেয়া হয়েছে সেসব প্রকল্পের শেয়ার সার্টিফিকেটসমূহ সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইসিবি'র নিকট হস্তান্তর করবে ।"

উল্লিখিত সার্কুলারের ১১.১১ অনুচ্ছেদের অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে ।

১.২) আইসিবি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে আইসিবি'র ইইএফ ডিভিশন প্রকল্প ভূমির মূল দলিলাদি, নামজারী সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, পর্চা (প্রয়োজন হলে), ডিসিআর, খাজনার রসিদ ইত্যাদির সঠিকতা সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরসমূহে সরেজমিনে গমনপূর্বক যাচাই করবে এবং এসব মূল দলিলাদি/কাগজপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে । ইতিপূর্বে ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যেসব প্রকল্পের মঞ্জুরী ও সমমূলধন সহায়তা দেয়া হয়েছে সেসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইসিবি'র নিকট হস্তান্তর করবে ।

১.৩) মঞ্জুরীপত্র অনুসারে প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশের বিনিয়োগ আইসিবি সরেজমিনে যাচাই করবে । এছাড়া ইইএফ সার্কুলার নং-১৫ এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার কিস্তির অর্থের সদ্ব্যবহার সরেজমিনে যাচাইয়ের কাজও আইসিবি সম্পাদন করবে ।

১.৪) আইসিবি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কোম্পানীর আয়-ব্যয়সহ ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং ও তদারকী করবে । এতদ্ব্যতীত পারফরমেন্স মনিটরিংয়ের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট নিজস্ব বিবেচনায় প্রকল্পসমূহ তদারকী/যাচাই করবে ।

১.৫) ইইএফ সার্কুলারের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্প সম্পদের বীমাকরণের বিষয়টি আইসিবি নিশ্চিত করবে ।

১.৬) ইইএফ সার্কুলার নং-৬ তারিখঃ ২৪/০৬/২০০২ এর ৬.৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "ইইএফ সমমূলধন সহায়তা লাভকারী কোম্পানী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি বা ইইএফ সার্কুলারের পরিপন্থী বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না । ইইএফ ইউনিট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোম্পানী কর্তৃক ক) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার জন্য কোন এজেন্ট নিয়োগ করা যাবে না; খ) কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের কোন পরিবর্তন করা যাবে না; এবং গ) কোন ব্যক্তি/কোম্পানীকে ঋণ দেয়া যাবে না ।"

চলমান পাতা----৩

উক্ত ১.৬নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো ঃ

"ইইএফ সমমূলধন সহায়তা লাভকারী কোম্পানী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি বা ইইএফ সার্কুলারের পরিপন্থী বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না । আইসিবি'র ইইএফ ডিভিশনের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইইএফ সহায়তা লাভকারী কোম্পানী ক) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার জন্য কোন এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবে না; খ) কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর কোন পরিবর্তন করতে পারবে না; গ) কোন ব্যক্তি/কোম্পানীকে ঋণ দিতে পারবে না বা কোন ব্যক্তি, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না; এবং ঘ) কোম্পানীর পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারের কোন পরিবর্তন করতে পারবে না ।"

১.৭) মঞ্জুরীকৃত প্রকল্পে ইইএফ সহায়তার কিস্তি ছাড়ের পূর্বে আইসিবি প্রকল্পের বিষয়ে প্রজোয্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত মতামত গ্রহণ, লিগ্যাল ডকুমেন্টেশন এবং প্রকল্পের দলিলাদী আইনজ্ঞ দিয়ে vetting করানোর কাজ সম্পন্ন করবে ।

১.৮) আইসিবি ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের বিরুদ্ধে আবশ্যক বিবেচিত হলে যাথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । এক্ষেত্রে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহায়তা প্রদান করবে ।

১.৯) আইসিবি ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের শেয়ার বাই-ব্যাক সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করবে ।

২) মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিতব্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ঃ

২.১) ইইএফ সার্কুলার নং-৬ তারিখঃ ২৪/০৬/২০০২ এর ৫.৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "যে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ ইইএফ হতে সমমূলধন সহায়তা গ্রহণের সাথে প্রকল্পের জন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে মেয়াদী ঋণ এবং/অথবা চলতি মূলধন ঋণ নিতে চান সে সকল ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে ইচ্ছুক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে । উক্ত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রথমেই প্রকল্প মূল্যায়ন পূর্বক এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, প্রকল্পটি এ সার্কুলারে বর্ণিত সকল শর্তাবলী পূরণ করেছে । ইইএফ হতে সহায়তা প্রদানের বিষয়ে উদ্যোক্তাকে নিশ্চিত করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের জন্য যথাযথ সুপারিশসহ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ইইএফ ইউনিটে দাখিল করবে । আর যে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ইইএফ সহায়তা গ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চান সে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচিত একটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইইএফ এর প্রতিনিধি হিসেবে সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রকল্প মূল্যায়নসহ ইইএফ সার্কুলার মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । এরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোম্পানীর সাথে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক অথবা

চলমান পাতা----৪

কোম্পানীর পছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে । সহযোগিতাকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রকল্পটির Viability এর বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের জন্য যথাযথ সুপারিশসহ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ইইএফ ইউনিটে দাখিল করবে । ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্প মূল্যায়ন বা পরীক্ষণ ফি ধার্য করবে । তবে সমমূলধন সহায়তা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়ার সাথে সাথে তা আপাতঃ দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে প্রকল্প প্রস্তাবের একটি কপি কোন কাল বিলম্ব না করে ইইএফ ইউনিটে প্রেরণ করবে । পরবর্তীতে প্রকল্প মূল্যায়ন সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত সুপারিশ সহকারে প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ঋণ মঞ্জুরীপত্র (প্রযোজ্য হলে) ইইএফ ইউনিটে যথারীতি প্রেরণ করবে । ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের পর উদ্যোক্তাগণকে তাঁদের এক্যুইটির ১৫% সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা করতে হবে ।"

উক্ত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো ঃ

"আইসিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে সকল উদ্যোক্তা ইইএফ হতে সমমূলধন সহায়তা গ্রহণের পাশাপাশি প্রকল্পের জন্য অন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে মেয়াদী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে আগ্রহী সে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কর্তৃক ঋণ প্রদানে ইচ্ছুক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দিতে হবে । দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবনা ইইএফ নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে । ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়নের জন্য পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমপক্ষে তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি গঠন করতে হবে । কমিটি ইইএফ নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়ন পূর্বক সুস্পষ্ট মতামত সহকারে মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ প্রকল্প প্রস্তাবনা আইসিবিতে প্রেরণ করবে । মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষর থাকতে হবে । ইইএফ সহায়তা প্রদান করা বা না করার বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট মতামত থাকতে হবে ।

উল্লেখ্য যে, ইইএফ সার্কুলার নং-২৮, তারিখঃ ০৪/১২/২০০৮ অনুসারে ব্যাংক ঋণসহ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক কোন প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য নয় ।

যে ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ সুবিধা গ্রহণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ইইএফ সহায়তা গ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চান সে ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণকে তাদের পছন্দের যে কোন তফসিলী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করতে হবে । ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত নিয়মে প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইসিবিতে প্রেরণ করবে । ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্প মূল্যায়ন বা পরীক্ষণ ফি ধার্য করবে ।"

চলমান পাতা----৫

২.২) ইতিপূর্বে জারীকৃত ইইএফ সার্কুলার নং-৬ তারিখঃ ২৪/০৬/২০০২ এর ৬.১ অনুচ্ছেদ এবং সার্কুলার নং-১৪ তারিখঃ ২৯/১০/২০০৩ এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে ইইএফ সমমূলধন সহায়তার অর্থ ছাড়করণের পূর্বে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প কোম্পানী বিনিয়োগ চুক্তিতে (Investment Agreement) আবদ্ধ হবে (তিন কপি) যার একটি কপি ইইএফ ইউনিটে সংরক্ষিত থাকবে । এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার আইন পরামর্শকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করবে ।"

উক্ত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো ঃ

"ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়করণের পূর্বে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প কোম্পানী আইসিবি কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা মোতাবেক বিনিয়োগ চুক্তিতে (Investment Agreement) আবদ্ধ হবে (তিন কপি) যার একটি কপি আইসিবি'র ইইএফ ডিভিশনে, একটি কপি প্রকল্প প্রতিষ্ঠানে এবং একটি কপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত থাকবে । এছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তার আইন পরামর্শকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করবে ।"

২.৩) উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তার অনুকূলে ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের সুপারিশ করার পূর্বে ইইএফ সার্কুলার নং-১৫ এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্পে উদ্যোক্তার একুইটির সম্পূর্ণ অংশ বিনিয়োগ হওয়ার বিষয়টি সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন পূর্বক নিশ্চিত হতে হবে । এরূপ নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তার অনুকূলে ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য আইসিবি'র নিকট সুপারিশ করবে । পরবর্তী কিস্তিসমূহের অর্থ ছাড়ের পূর্বে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনের প্রয়োজন নেই । এক্ষেত্রে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তার অর্থ ছাড়ের আবেদনপত্র আইসিবি'র নিকট প্রেরণ করবে । উক্ত ২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কিস্তিভিত্তিক ইইএফ সহায়তার অর্থ সরাসরি উদ্যোক্তাকে প্রদানের উদ্দেশ্যে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা হবে ।

২.৪) ইইএফ সার্কুলার নং-২৪, তারিখঃ ১৮/০৪/২০০৭ এর শেষ প্যারায় উল্লেখ আছে যে, "সমমূলধন সহায়তা ভোগকালীন সময়ে কোম্পানীর পর্ষদ সভায়, বিশেষ সাধারণ সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবে । প্রতিনিধি মনোনয়নের দায়িত্ব পালন করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান । পর্ষদ সভায় উপস্থিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রতিনিধিকে ব্যক্তিগত নামে কোম্পানীর শেয়ার ধারণ করতে হবে না এবং কোম্পানীর দায়দেনা পরিশোধে তাঁকে কোন গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে না অথবা কোম্পানীর খেলাপী দায়দেনার

চলমান পাতা--৬

জন্য তাঁকে ঋণখেলাপী গণ্য করা হবে না । কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধান রাখতে হবে । কোম্পানীর আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনের কোন বিধানের পরিপন্থী পরিলক্ষিত হলেও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোম্পানীর পর্ষদের অথবা শেয়ারহোল্ডারদের সভার কোরাম পূর্ণ হবে না । কোম্পানীকে প্রতি ত্রৈমাসিকে ন্যূনতম একটি পর্ষদ সভা করতে হবে । ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কোম্পানীর ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং বা তদারকী করবে এবং প্রতি ত্রৈমাসিকান্তে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ইইএফ ইউনিটকে তা অবহিত করবে ।"

উক্ত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো ঃ

"সমমূলধন সহায়তা ভোগকালীন সময়ে কোম্পানীর পর্ষদ সভায়, বিশেষ সাধারণ সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইসিবি এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবে । প্রতিনিধি মনোনয়নের দায়িত্ব পালন করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান । পর্ষদ সভায় উপস্থিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রতিনিধিকে ব্যক্তিগত নামে কোম্পানীর শেয়ার ধারণ করতে হবে না এবং কোম্পানীর দায়দেনা পরিশোধে তাঁকে কোন গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে না অথবা কোম্পানীর খেলাপী দায়দেনার জন্য তাঁকে ঋণখেলাপী গণ্য করা হবে না । কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধান রাখতে হবে । কোম্পানীর আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনের কোন বিধানের পরিপন্থী পরিলক্ষিত হলেও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোম্পানীর পর্ষদের অথবা শেয়ারহোল্ডারদের সভার কোরাম পূর্ণ হবে না । কোম্পানীকে প্রতি ত্রৈমাসিকে ন্যূনতম একটি পর্ষদ সভা করতে হবে । ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত পর্ষদ সদস্য উক্ত কোম্পানী কর্তৃক ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন, প্রকল্প বাস্তবায়নসহ কোম্পানীর ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রতি ত্রৈমাসিকান্তে এতদ্‌বিষয়ে ইইএফ ডিভিশন, আইসিবিতে প্রতিবেদন পেশ করবেন ।"

২.৫) ইইএফ সার্কুলার নং-৬, তারিখঃ ২৪/০৬/২০০২ এর ৬.৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, "সহায়তা মঞ্জুরকালে নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণকে ব্যবস্থা করতে হবে । ইইএফ ইউনিট বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শনের লক্ষ্যে কোম্পানীকে হিসাব বহিসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য সরবরাহে কোম্পানী বাধ্য থাকবে । কোম্পানীকে প্রতি ত্রৈমাসিকান্তে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে) এবং বৎসরান্তে পরবর্তী ৪ মাসের মধ্যে কোম্পানীর নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতি হিসাব সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দাখিল করতে হবে ।"

চলমান পাতা--৭

উক্ত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো ঃ

"সহায়তা মঞ্জুরকালে নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণকে বহন করতে হবে । ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক/ ইইএফ ডিভিশন, আইসিবি বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শনের লক্ষ্যে কোম্পানীকে হিসাব বহিসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য সরবরাহে কোম্পানী বাধ্য থাকবে । কোম্পানীকে প্রতি ত্রৈমাসিকান্তে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে) এবং বৎসরান্তে পরবর্তী ৪ মাসের মধ্যে কোম্পানীর নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতি হিসাব সরাসরি আইসিবিতে দাখিল করতে হবে । এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত হলে উক্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতি হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটেও দাখিল করতে হবে ।"

২.৬) মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান শেয়ার বাই-ব্যাক সংক্রান্ত বিষয়সমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিবি'র নিকট প্রেরণ করবে ।

২.৭) বাংলাদেশ ব্যাংক/আইসিবি'র নির্দেশের সূত্রে মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোন দায়িত্ব পালন করবে ।

এ যাবৎ জারীকৃত ইইএফ সার্কুলারে বর্ণিত অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে ।

এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তিস্বীকার করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিষয়টি অবহিত করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১৬৩৬৫০

চলমান পাতা--৮